খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।
Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র
খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1, Issue-9 Bardhaman , 15 October. 2023 Rs. 2.00 (Four Pages) Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

● " টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে রাজ্য সরকারের উকিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বিচার দিতে পারলেন না", বিস্ফোরক কামদুনি কান্ডের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী কয়াল।

● নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন নার্গিস মহম্মদি। ইরানের এই মহিলা বহু বছর ধরে মানবাধিকার নিয়ে লড়াই করে চলেছেন। তার জন্যই এই পুরস্কার পেলেন তিনি।

● "মমতা ব্যানার্জি কোনও দিন আইন মানেননি, এখনও মানেন না", মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

● পুরুলিয়ার মারুমহসিনা পঞ্চায়েত সমিতির ১১ নং আসনে কংগ্রেস প্রার্থী তীজেন্দ্র নাথ মাহাতোকে জয়ী ঘোষণা করে সার্টিফিকেট দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

● "শিক্ষকতা করতে হবে না। রাস্তাতেই থাকুন। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করে যান", শিক্ষকদের মিছিলের অনুমতি মামলায় ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম।

● "সংবাদ মাধ্যম সংবিধান স্বীকৃত চতুর্থ স্তম্ভ,কোর্ট তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না", সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের আর্জি জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মামলায় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের।

● পোলবা বিডিও অফিসের মধ্যেই পেটে ছুরি ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা অফিসেরই চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মীর,নাম- শঙ্কর রুইদাস,বাড়ি- তালচিনান। ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।

● "আইন কারো উর্ধ্বে নয়। পাঁচজনকে অ্যালাউ করেছিল। ৪০ জনকে নিয়ে গিয়েছিল। ওটা ডায়মন্ড হারবার নাকি কলকাতা ব্রিজ? যথেষ্ট সময় দিয়েছে। পাঁচজনকে তো ডেকেছিল। ৪০ জনকে নিয়ে যাবে, ওটা হাট নাকি?", বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী।

● সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হওয়া মহিলা সংরক্ষণ বিলটিতে সম্মতি প্রদান করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির সম্মতির ফলে বিলটি এখন আইনে পরিণত হল।

● " দিল্লিতেই যান আর যেখানেই যান, চুরির টাকার হিসাব দিতে হবে। কেউ টাকা আটকায়নি। হিসাব দিন,

(এরপর চারের পাতায়)

চূড়ান্ত সময়সীমা কেন্দ্রকে ! ৩১ অক্টোবরের মধ্যে দাবি না মিটলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিলেন অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে দিল্লি থেকে কলকাতা কাঁপাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে দিলেন চরম হুঁশিয়ারি। যদিও তৃণমূলের দিল্লি যাত্রার পথ মসৃণ ছিল না। বুকিং করা ট্রেন থেকে প্লেন, সবই বাতিল করা হয়েছে তৃণমূলের কর্মসূচি ভেস্তে দিতে, অভিযোগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাসে করেও কর্মী সমর্থক এবং একশো দিনের কাজের জব কার্ড হোল্ডাররা পৌঁছেছেন দিল্লিতে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২ অক্টোবর দিল্লির রাজঘাটে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল। আর সেই শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভের ওপর লাঠিচার্জের অভিযোগ দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে। রীতিমত জোর করে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার ঘন্টা দুয়েক পরে লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভ তুলে দেয় পুলিশ, অভিযোগ।পরদিন ৩ অক্টোবর যন্তর মন্তরে শুরু হয় আবার অবস্থান বিক্ষোভ।

সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে দেখা করতে কৃষি ভবনে যান তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। কিন্তু তিন ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা না করে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অভিযোগ। তারপর সেখানেই অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। অবশেষে অভিষেক সহ তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে আটক করে দিল্লি পুলিশ এবং রাতের দিকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, "ওরা কথা বলতে চায় না। ওরা পশ্চিমবাংলার মানুষকে বোকা বানাতে চায়। নাটক করতে চায়।" আর রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন,"কৃষি ভবনের পিছনে কোনো দরজা নেই। পিসি মিথ্যাবাদী সবাই জানতো। ভাইপোটা যে চোর সবাই জানে। ভাইপোটা যে মিথ্যা কথা বলার পিসির গুণটাও নিয়েছে এইটা বলার জন্য সন্ত(কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি)এখানে এসেছেন।" অন্যদিকে দিল্লি থেকেই ৫ অক্টোবর কলকাতায় রাজভবন চলোর ডাক দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি থেকে ফিরে ৫ অক্টোবর থেকে রাজভবনের সামনে শুরু হয় তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচি। রাজভবনের সামনে তৃণমূলের ধর্না মঞ্চ থেকে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা

(এরপর চারের পাতায়)

খানপুরের বালিডাঙ্গাতে হয় না দুর্গাপুজো ! ৩০০ বছর ধরে বালিডাঙ্গার ঘোষাল বাড়িতে বিরাজমান স্বয়ং মা রাঢ়েশ্বরী !

ইসরাইল মল্লিক ঃ হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বালিডাঙ্গা গ্রামে দুর্গাপুজো হয় না।গুড়াপের পলাশীতে যেমন মা পতিদুর্গা অধিষ্ঠান করছেন বলে সেখানে দুর্গাঠাকুর আসে না,তেমনি খানপুরের বালিডাঙ্গার ঘোষাল বাড়িতে বিরাজমান স্বয়ং মা রাঢ়েশ্বরী। এখানে মা শুধু একা নন, অন্যান্য দেবদেবীদের সঙ্গে নিয়েই এসেছেন তিনি । তাই বালিডাঙ্গা গ্রামে একানে ঠাকুর আসে, কোনও জোড়া মূর্তির ঠাকুর আসে না। এমনকি গ্রামের বারোয়ারী কালীপুজো হয় রাঢ়েশ্বরী

মায়ের মন্দিরে, ঘটে। দুর্গাপুজোও হয় ঘটে। মন্দিরের বর্তমান সেবাইত ঘোষাল বাড়ির বর্ষীয়ান সদস্য জগত কুমার ঘোষাল,বয়স প্রায় একশো ছুঁই ছুঁই। রাঢ়েশ্বরী মায়ের আবির্ভাব সম্পর্কে মন্দিরের সেবাইত জগৎ কুমার ঘোষাল বলেন, "মা নিজে এসেছে বাড়িতে । আমাদের

(এরপর চারের পাতায়)

কামদুনি কাণ্ডের রায় শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন কামদুনি আন্দোলনের প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কামদুনি মামলার সাজা ঘোষণা করল কলকাতা হাইকোর্ট। ফাঁসির সাজা মকুব করল আদালত। অভিযুক্ত শরিফুল আলি, আনসার আলি ও আমিন আলি , এই তিনজনকে এর আগে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল নিম্ন আদালত। শুক্রবার ৬ অক্টোবর কামদুনি মামলার রায় ঘোষণা করল আদালত। কলকাতা হাইকোর্টে বেকসুর খালাস হয়ে গেল আমিল আলি। বাকি দু'জন আনসার আলি ও শরিফুল আলির আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর পাশাপাশি নিম্ন আদালত আরও তিন

অভিযুক্ত এমানুল হক, ভোলানাথ নস্কর ও আমিনুল ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছিল। এদের মধ্যে এমানুল হককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা রদ করে তাকে

(এরপর চারের পাতায়)

'শ্রী' হীন পথশ্রী !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পথশ্রী রাস্তার হতশ্রী অবস্থা। হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পলাশী পেট্রোল পাম্প থেকে

পলাশী মাঝি পাড়া যাবার আগে মোয়ান ধার পর্যন্ত পিচ রাস্তার বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ।এখনও ছ'মাসও হয়নি রাস্তাটি পথশ্রী প্রকল্পে হুগলি জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংস্কার করা হয়েছে সাতাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।এক কিলোমিটার মতো পিচ আর কিছুটা ঢালাই রাস্তা হয়েছে। বর্তমানে

(এরপর চারের পাতায়)

খবর সোজাসুজি
Volume-1 Issue-9 15 October. 2023

লজ্জা

কামদুনি কান্ডের রায়ে আলোড়িত গোটা রাজ্য। ধর্ষণ করে খুনের মতো নৃশংস ঘটনায় লঘু দন্ড দেওয়া হল, মুক্তি পেল চার অভিযুক্ত। ২০১৩ সালে উত্তর ২৪ পরগনার কামদুনির উনিশ বছরের কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ করে খুনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে নারীহিংসার বীভৎসতাকে প্রকট করেছিল। টলিয়ে দিয়েছিল রাজ্য রাজনীতি।প্রশ্ন উঠেছিল রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে। রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় থাকা দুষ্কৃতীদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তাদের উন্মত্ত অত্যাচার কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে,কামদুনি তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর চরম হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত নির্যাতিতার পরিবার।নিম্ন আদালতে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও কলকাতা হাইকোর্টে বেকসুর খালাস হয়ে গেল। তাই বিচার ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেও দুশ্চিন্তার কথাটা বলতেই হয়- দিল্লিতে নির্ভয়া কান্ডের দোষীদের কঠোরতম সাজা হলেও কামদুনির ঘটনায় দোষীদের কেন কঠিন সাজা হলো না? এর জন্য দায়ী কে? কাদের গাফিলতিতে ন্যায় বিচার পেল না কামদুনির নির্যাতিতার পরিবার? কলেজ থেকে ফেরার পথে বাড়ির অদূরে যে ছাত্রীটিকে দলবেঁধে ধর্ষণ করার পর জান্তব উল্লাসে দু'পা টেনে দু'টুকরো করে ফেলেছিল নরপিশাচরা, তাদের কেন লঘু দন্ড দেওয়া হল ? ঘৃণ্য অপরাধ করেও প্রমাণের অভাবে যদি অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যায় সেটা তো সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।এটা তো গণতন্ত্রের লজ্জা।

কৈলাসে মায়ের আগমন বার্তা পৌঁছে দেয় নীলকণ্ঠ পাখি ! গুড়াপের নাগ পরিবারের দুর্গাপুজোতে চন্ডীপাঠ করতেন কেশব চন্দ্র নাগ !

ইসরাইল মল্লিক ঃ প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো গুড়াপের নাগ পরিবারের দুর্গাপুজো।এই পুজোয় অষ্টমীর দিন কুশাসনে বসে চন্ডীপাঠ করতেন বিশিষ্ট

গণিতজ্ঞ কেশব চন্দ্র নাগ। কথিত আছে, একটি মাটির হাঁড়ির নিচের অংশ ছ্যাঁদা করে দেওয়া হত।তারপর হাঁড়িটি ভাসিয়ে দেওয়া হত জলে। হাঁড়িতে জল ঢুকত। তবে জল ভর্তি হয়ে হাঁড়িটি ডুবে যাওয়ার ঠিক আগে কোথা থেকে একটি পাঁঠা চলে আসত। সেটি এসে সটান হাঁড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দিত নিজে থেকেই।বর্তমানে অবশ্য বলি বন্ধ।

প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো গুড়াপের জমিদার নাগ পরিবারের এই দুর্গাপুজো। পরিবারের আদি পুরুষ গৌড় রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী প্রজন্ম বর্ধমান মহারাজগণের অধীনস্থ ছিলেন। জনৈক কৃষ্ণদেব নাগ বর্ধমান মহারাজা কৃষ্ণরাম রায়ের রাজ কর্মচারী ছিলেন। সপ্তদশ শতকে গুড়াপে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন তিনি। তাঁর পুত্র গোবিন্দরাম নাগ রাজ পরিবারের কোষাধ্যক্ষ এবং নায়ের পদে কর্মরত ছিলেন। গোবিন্দ রামের পুত্র রামদেব নাগ বর্ধমানের নাবালক মহারাজা তিলক চাঁদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মহারাজ তিলক চাঁদ অত্যন্ত দয়ালু,ধার্মিক ও দানশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রামদেব নাগ নির্মিত হুগলি জেলার অন্যতম বৃহত্তম গুড়াপের নন্দদুলাল জিউ মন্দির, ১০৮ শিব মন্দির, লক্ষী নারায়ণ মন্দির, দোল মঞ্চ, রাস মঞ্চ, অনাথ আশ্রম আজও তার সাক্ষী বহন করে। আদি পুজো মন্ডপটি ছিল মাটির তৈরি আটচালার। পরবর্তীকালে করুণাময় নাগ মন্ডপটি পাকা করেন। আর ২০১৮ সালে মন্দিরটির নবরূপ দেন নাগ পরিবারের বর্তমান বর্ষীয়ান সদস্য অমিয় কুমার নাগ। জন্মাষ্টমীর পর এখানে প্রতিমা তৈরি শুরু হয়। নাগ পরিবারের বর্তমান বর্ষীয়ান সদস্য অমিয় কুমার নাগ জানান, কথিত আছে, অষ্টমীর দিন বর্ধমান রাজ পরিবারের কামান দাগার পর সন্ধি পুজো শুরু হতো। প্রতিমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কার্তিক আর গণেশের বিপরীত অবস্থান। মায়ের বাম দিকে গণেশ ও সরস্বতী আর ডানদিকে কার্তিক ও লক্ষী বিরাজ করেন।মা তার ছেলেপুলেদের নিয়ে এক চালের মধ্যে অধিষ্ঠিত।আর চালিতে থাকে বিভিন্ন দেব দেবীর পটচিত্র।বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ কেশবচন্দ্র নাগ ছিলেন জমিদার নাগ পরিবারের প্রতিবেশী।প্রতিবছর অষ্টমীতে কুশাসনে বসে নাগ পরিবারের দুর্গাপুজোতে চন্ডীপাঠ করতেন কেশব চন্দ্র নাগ।দশমীর দিন কৈলাসে মায়ের আগমন বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো হতো। নাগ পরিবারের বৌমা, পঞ্চানন নাগের পৌত্রবধূ চায়না প্রতিহার নাগ জানান,দুর্গা মণ্ডপের বেদীতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো নিষিদ্ধ।দশভূজার পুজোর সাথেই লক্ষী নারায়ণের পুজো হয়। দশমীর দিন কুমারী পুজো হয়। তবে কুমারী দেবীরুপে পূজিত হয় না। অনেকগুলো কুমারীকে মন্ডপে বসিয়ে দধিকর্মার প্রসাদ খাওয়ানো হয় । আর নাগ পরিবারের কুল দেবতা নন্দদুলাল জিউকে অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত রাজবেশ পরানো হয়। পুজোয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ অংশগ্রহণ করে। বিসর্জনের সময় 'বাবুদের বোঙ্গা কি জয়' ধ্বনি দেন তারা। তারপর শেষ হয় বিসর্জন পর্ব। দূরদুরান্ত থেকে বহু মানুষ এই ঐতিহাসিক পুজো দেখতে ভিড় করে। পূর্বে একমাস আগে ঘট বসে বোধন শুরু হত এবং দশমী পর্যন্ত চলত। বর্তমানে পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত চলে পুজোপাঠ।

অনুপমা উমা

পার্থ পাল

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে নমোহস্তুতে।।
(শ্রীশ্রী চন্ডি ১১/২৪)

শরতের সকালে দুর্গা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আপনি আপনার পুষ্পাঞ্জলি বাবদ এক মুঠো ফুল ছুঁড়ে দিলেন। খেয়াল করে দেখলেন কি..., ফুলগুলো কোথায় গিয়ে পড়ল? একটি ফুল পড়ল দুর্গা প্রতিমার গায়ে; আরেকটি পশুরাজের হাঁ-এ এবং শেষটি, কি আশ্চর্য, মহিষাসুরের গায়ে! অথচ আপনার লক্ষ্য ছিল কেবল মা-দুর্গাকেই শ্রদ্ধা জানানো। ঠিক এইখানেই দুর্গাপূজার অনন্যতা। একটি মূর্তির মধ্যেই বিশ্বসংসারের সবকিছুর অবস্থান; সার্বিক প্যাকেজ।

দেবী এসেছেন সপরিবারে। এমন নজির পৃথিবীর আর কোন প্রতিমায় নেই। গৃহকর্তা, দুই ছেলে, দুই মেয়েকে নিয়ে এই অবস্থান পরিবারকেন্দ্রিক বাঙালির রোল মডেল। লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতি কড়া জবাবও। সময়ের দাবি মেনে পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞানসম্মত কারণে বর্তমান পরিবার ছোট হলেও একক হয়নি। সকলে মিলে একত্র বসবাসই প্রকৃত বাঙালিয়ানা।

পরিবার ছাড়িয়ে প্রকৃতিতে তাকালে দেখতে পাবেন, তার সবটুকু হাজির এই মূর্তিতে। গণেশের বউ হিসাবে যে নবপত্রিকা সাজানো হয়েছে তা আসলে ন'টি শস্যের সমাহার। কলা, কচু,হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক আর ধান - এই উদ্ভিদগুলি তৃণ,লতা,গুল্ম ও বৃক্ষ প্রজাতির প্রতিনিধি। এদের সঙ্গেই হাজির জলজ উদ্ভিদ পুষ্পরাজ পদ্ম। প্রাণীদের দিকে নজর ঘোরালেও দেখবেন, সেখানে খাদ্যখাদকের বাস্তুতন্ত্র হাজির গায়ে গা মিলিয়ে। গণেশের বাহন ইঁদুরের খাদক দুর্গার হাতের সাপ। আবার সেই সাপের খাদক ময়ূর, পেঁচা দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে কার্তিক আর লক্ষ্মীর পাশটিতে! উভচর পাখি হাঁস, সামুদ্রিক অমেরুদন্ডী শাঁখও সরস্বতীর পাশে আর দুর্গার হাতে জায়গা করে নিয়েছে।

এসবের মধ্যে পশুরাজ সিংহ আর গোঁয়ার, তেজি মোষের হিংস্র দাপাদাপি, রক্তারক্তিটা একটু বেখাপ্পা লাগছে না? ভয় লাগছে না...,দুর্গার অমন ' ভস্ম করে দেবো '- রাগী চোখে

অসুর দমন দেখে? কী দরকার ছিল এমন দমন পীড়নের স্ট্যাচুকে পুজো করানোর? ঋগ্বেদের (৮/১২/৮) মতে 'মহিষ' শব্দের অর্থ প্রভূত বলশালী। পশু ও অসুরের মিলিত রূপ মহিষাসুর আসলে আমাদেরই মনোবাসী তেজিয়াল তমঃগুণ। ছয় রিপুর বিপুল নাছোড় তাণ্ডবে আমরা প্রতিনিয়ত বে-হুশ হয়ে পড়ছি। আমাদের অন্তর্নিহিত পশুগুণ আমাদেরকে সবসময় অধর্মের পথে ঠেলে দিচ্ছে অথবা টেনে নিচ্ছে মনুষ্যত্বহীনতার ভুলভুলাইয়ায়।

তাই রিপুরূপী মহিষকে লাগাম পড়াতে বীর্যরূপী প্রবল পশুরাজকেই প্রয়োজন। তা আমাদের রজঃগুণ। অর্থাৎ রজঃগুণে বশ করা হলো তমঃগুণকে। এই সিংহ বিক্রমেরও নিয়ন্ত্রণ জরুরী। নচেৎ তা বাঁধভাঙ্গা নদীর মতই অনিষ্ট করতে দেরি করে না। তাই প্রয়োজন সত্ত্বগুণের। দেবতেজসম্ভূত দেবী দুর্গার জ্ঞানময়ী রূপ সেই সত্যগুণেরই প্রতীক। অর্থাৎ তমঃ এর উপর রজঃ, তার উপরে সত্ত্বের অবস্থান। এমন গুণের উর্ধ্বক্রমেই আমাদের মননের গতি হওয়া কাম্য। সমাজে সত্ত্বগুণী মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে ততই কমবে খুন,রাহাজানি, নারী নির্যাতন আর দুর্নীতির মত নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য ঘটনাগুলি।

পুরাণের গল্পে রম্ভাসুরের ছেলে মহিষাসুরকে শিবাংশে জাত শিবাবতার বলা হয়েছে। ''মহিষস্ত্বং মহাবীর শিবরূপ সদাশিব ''। আবার তমঃ, রজঃ, সত্ত্বগুণের ঊর্ধ্বে যে ত্রিগুণাতীত শিব, তিনি অবস্থান করছেন দেবী মূর্তির উপরে! সুতরাং এ প্রতিমা আমাদের মনের সাধন মার্গের বিভিন্ন স্তরকেই স্থূল মূর্তিতে প্রতিফলিত করেছে। যিনি মহিষাসুর, তিনিই সিংহ তিনিই উমা (ওঁ মা),আবার তিনি ত্রিগুণাতীত শিব। এগুলো মানবমনের স্তরভেদ ; আত্ম-উন্মোচন ও আত্ম-উপলব্ধির ক্রমিক অবস্থা মাত্র। একেতেই সব ; আবার সবেতেই তিনি।

তাই এই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার প্রতিমা আমাদের আত্মদর্শন করায়। আমরা বুঝতে পারি, মনের পশুত্বকে দমন করলেই দেবত্বের বিকাশ সম্ভব। তখন সদাচারে মন শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। সেই পবিত্র মনই প্রকৃত দেবালয়। তাতেই উমার অধিষ্ঠান।

৪৩৯ বছর ধরে পোড়া মুখেই পুজো হয় মা দুর্গার !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম বনেদী বাড়ির পুজো হল ক্যানিংয়ের ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো। আর পাঁচটা বনেদি বাড়ির তুলনায় এই ভট্টাচার্য বাড়ির পুজোর বিশেষত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। কারন এখানে দেবী দুর্গা পুজিত হন পোড়া মুখ নিয়ে। দেবীর সারা শরীর ঝলসানো তাম্র বর্ণের। এছাড়াও এখানে দেবী দুর্গার ডানদিকের পরিবর্তে বাঁদিকে থাকেন গণেশ। পূর্ববঙ্গের ঢাকার বিক্রমপুর বাইনখাঁড়া গ্রামে ৪৩৮ বছর আগে শুরু হয়েছিল এই পুজো। এ বছর পুজো ৪৩৯ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পুজোর জৌলুস কমলেও, এখনো তার বনেদিয়ানাতেই সে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

প্রায় ৪৩৯ বছর আগে বাংলাদেশে এই ভট্টাচার্যদের বংশধররা শুরু করেছিলেন মা দুর্গার পুজো। মূলত জমিদার বাড়ির শোভা ও আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য শুরু হয়েছিল দেবী দুর্গার আরাধনা। আর পাঁচটা জমিদার বাড়ির মতই সাবেকি মতে পুজো শুরু হয়েছিল সেখানে। কিন্তু পুজো শুরুর প্রায় ১০০ বছরের কিছু পরে এই ভট্টাচার্য বাড়িতে ঘটে দুর্ঘটনা।বাড়িতে দেবী দুর্গার মন্দিরের পাশে ছিল দেবী মনসার মন্দির। পুরোহিত মহাশয় মনসা পুজো করে দুর্গা পুজো করতে এলে একটি কাক মনসা মন্দিরের ঘিয়ের প্রদীপের পলতে

নিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় দুর্গা মন্দিরের শনের চালে সেটি পড়ে যায়। আর তাতেই পুড়ে যায় দুর্গা মন্দির ও প্রতিমা। এরপর এই বাড়ির মানুষজন ভাবেন দেবী দুর্গা বোধহয় তাঁদের পুজো আর চাইছেন না। সেই মোতাবেক পুজো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। এমন অবস্থায় একদিন রাতে স্বপ্নাদেশ পান এই পরিবারের তৎকালীন গৃহকর্তা রামকান্ত ভট্টাচার্য। দেবী দুর্গা স্বপ্নাদেশ দেন যে তাঁর পুজো যেন কোনো ভাবেই বন্ধ না হয় । তাঁর ঐ পোড়া রূপেই যেন তাঁকে পুজো করা হয়। এমন স্বপ্ন পাওয়ার পর থেকেই আজও দেবীর সেই পোড়া মুখ ও ঝলসানো শরীর এর মূর্তিতেই বছরের পর বছর চলে আসছে দুর্গাপুজো।

আগে মহিষ বলি হলেও বর্তমানে ফল বলি হয়। জন্মাষ্টমী তিথিতে কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে এই বাড়ির দুর্গা পুজোর শুরু। আগে পুজোতে জাঁকজমকের কোনও কমতি ছিল না। তবে বর্তমান বংশধরেরা কাজের তাগিদে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাওয়ায় ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে জাঁকজমকে কিছুটা হলেও ভাঁটা পড়েছে কিন্তু পুজোর সমস্ত আচার ও রীতি মেনেই আজও পুজো হয় এই ভট্টাচার্য বাড়িতে। বাংলাদেশ থেকে শুরু করে আজ অবধি একই কাঠামোয় পুজো চলছে ভট্টাচার্য বাড়িতে। শুধু ক্যানিং এলাকার নয়, আশপাশের এলাকা সহ দূর দুরান্ত থেকে এই বাড়ির প্রতিমা দর্শন করতে বহু মানুষ আসেন এখানে।

ভাইয়ের শ্রাদ্ধে যেতে না দিয়ে ৯ ঘণ্টা ধরে হেনস্থা, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ফিরহাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টানা সাড়ে ন'ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশি। তাতে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন মেয়ে প্রিয়দর্শিনী। সাংবাদিক বৈঠকে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও। জানালেন, পৌরসভার নিয়োগের কোনও ফাইল মন্ত্রীর কাছে আসে না। তাহলে বার বার তাঁকে এভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে কেন ? প্রশ্ন তোলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভাইয়ের শ্রাদ্ধে যেতে না দিয়ে, তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন ফিরহাদ হাকিম।

পৌরসভায় নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। রবিবার সকালে তাঁরা চেতলায় ফিরহাদের বাড়িতে পৌঁছান। তার পর দীর্ঘ সাড়ে ন'ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি। সিবিআই বেরিয়ে যাওয়ার পরই ফিরহাদের মেয়ে প্রিয়দর্শিনী জানান, তাঁর বাবাকে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। এর পর সন্ধ্যেয় সাংবাদিক বৈঠক করে ক্ষোভ উগরে দেন ফিরহাদ।

সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই এদিন গর্জে ওঠেন ফিরহাদ। বলেন, ''বাংলার মানুষকে, চেতলার মানুষকে প্রশ্ন করব আমি। এই চেতলায় জন্মেছি, বড় হয়েছি। চেতলার মানুষ আট আট বার বিপুল ভোটে জয়ী করেছেন আমাকে। কাউন্সিলর, বিধায়ক হয়েছি। অনেক দিন হয়েছে বাংলার রাজনীতিতে। তাই আমি প্রশ্ন করছি, আমি কি চোর? আমি কি চুরে করেছি? বার বার করে কেন এই হেনস্থা? বিজেপি'র মতাদর্শের সামনে মাথানত করব না, ওদের খাতায় গিয়ে নাম লেখাব না, তাই আমাকে হেনস্থা, আমার পরিবারকে হেনস্থা। কখনও গ্রেফতার করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, কখনও সারাদিন ধরে বাড়িতে তল্লাশি। আজ আমার ভাইয়ের শ্রাদ্ধ। সেখানে যেতে দেওয়া হল না। কী অপরাধ করেছি?''

আদালতের নির্দেশে ইডি-সিবিআইয়ের হাতে থাকা সব দুর্নীতির তদন্তের নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে সিপিএমের সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান।

গুড়াপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পক্ষ থেকে শনিবার ২২৫ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হল।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার বিরুদ্ধে রুল জারি হাইকোর্টের !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা মামলায় রাজীব সিনহার বিরুদ্ধে রুল জারি আদালতের। আদালত অবমাননার রুল জারি করে রাজীবকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ প্রধান বিচারপতির। আগামী ২৪ নভেম্বর সশরীরে হাজিরা দিতে হবে রাজীব সিনহাকে, এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশ অবমাননার অভিযোগে মামলা করেছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই গত ৮ জুন তড়িঘড়ি মাত্র এক দফায় পঞ্চায়েত ভোটের (৮ জুলাই) দিন ঘোষণা থেকে শুরু করে, দিকে দিকে মনোনয়নে বিরোধীদের বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, কিংবা কেন্দ্রীয় বাহিনীর আসা বন্ধ করতে আদালতে

আদালতে ঘোরা আর সবশেষে পঞ্চায়েত ভোটে মৃত্যুমিছিল, এসবের জেরে বার বার প্রশ্নের মুখে পড়েছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার ভূমিকা।

এর মধ্যেই, রাজ্য নির্বাচন কমিশন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ না মানায় আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে মামলা করেন শুভেন্দু অধিকারী এবং কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরি। এই মামলাতেই, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব জেলার জন্য পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়ার পাশাপাশি কত সংখ্যক বাহিনী চাইতে হবে, তাও রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই শুক্রবার আদালত অবমাননার রুল জারি করে রাজীব সিনহাকে হাজিরার নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি।

চিট ফান্ডের টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ এজেন্টদের !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চিট ফান্ড আমানতকারীদের টাকা ফেরত, ঘর ছাড়া এজেন্টদের সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা সহ ছয় দফা দাবি নিয়ে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল অল বেঙ্গল চিট ফান্ড সাফারার্স অ্যাসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় তারা। পরবর্তীকালে জেলা শাসকের কাছে ছয় দফা দাবি নিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন তারা। বৃহস্পতিবার গোটা রাজ্যজুড়েই বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাদের মূলত দাবি, যে সমস্ত এজেন্টরা চিটফান্ড কোম্পানিতে কাজ করতেন, এখন হাজার হাজার এজেন্ট ঘর ছাড়া রয়েছেন। পাশাপাশি অনেক আমানতকারী রয়েছেন যারা এখনো চিট ফান্ডের টাকা ফেরত পাননি। মূলত আমানতকারীদের টাকা ফেরত সহ ছয় দফা দাবি নিয়ে এদিন ডেপুটেশন জমা দেন তারা। তাদের দাবি না মানা হলে আগামীদিনে বড় আন্দোলনের নামার হুঁশিয়ারি দেন নদীয়া জেলা সংগঠনের সম্পাদক ইব্রাহিম বিশ্বাস।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআইয়ের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এসএফআই পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ামককে ডেপুটেশন দেওয়া হল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা নিয়ে।গত কয়েকদিন ধরে নিম্ন চাপের জেরে টানা বৃষ্টির ফলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ খানাকুলের রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙার রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, আরামবাগের আরামবাগ গার্লস কলেজ সহ একাধিক কলেজের অনেক ছাত্র-ছাত্রী বুধবার ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা দিতে যেতে পারেনি, অভিযোগ।বৃহস্পতিবার এসএফআই পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে, যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরীক্ষায় বসতে পারলো না তাদের পুনরায় অবিলম্বে বিকল্প পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এর পাশাপাশি স্নাতক স্তরের পাস কোর্সের ফলাফল অবিলম্বে প্রকাশ করারও দাবি জানানো হয়েছে এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে।

ধনেখালির হাজিপুর বারোয়ারী দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিডিও সারোয়ার আলি ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ।

হারানো ও চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের আরামবাগ

এসডিপিও'র তৎপরতায় ১৮টি হারানো অথবা চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার তুলে দেওয়া হল আসল মালিকের হাতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,ফোনগুলি ২০২১ সাল থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে হারিয়েছিল। প্রত্যেকেই তাদের মোবাইল হারানোর অভিযোগ আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন থানা এবং এসডিপিও আরামবাগ অফিস অথবা এসডিপিও আরামবাগ ফেসবুক পেজে জানিয়েছিলেন। হুগলি জেলা গ্রামীন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং লোকাল থানার সহযোগিতায় মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

সিপিএমের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে মহম্মদ সেলিমের নেতৃত্বে বর্ধমানের কার্জন গেট থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত যুদ্ধবিরোধী মিছিল।

খুশির হাওয়া পাট্টা প্রাপকদের মধ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে সোমবার ৯ অক্টোবর ধনেখালি ব্লক এলাকার ৮৬ জন ব্যক্তির হাতে খতিয়ান নং সহ নতুন পর্চা এবং পাট্টার কাগজ তুলে

দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন ধনেখালি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সারোয়ার আলি, ধনেখালি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক চিররূপা কাঞ্জিলাল, ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ, ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মহসিন মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। নিজের নামে জায়গার কাগজ পেয়ে খুশির হাওয়া পাট্টা প্রাপকদের মধ্যে।

(প্রথম পাতার পর) 'শ্রী' হীন পথশ্রী !

নতুন হওয়া পিচের আস্তরণ প্রায় উঠে গেছে,দেখা যাচ্ছে পুরনো পিচের আস্তরণ। রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট ছোট পাথর।আর কোথাও কোথাও ফুলে ফেঁপে উঠেছে রাস্তা। কোথাও বা রাস্তা বসে গেছে।পিচের ওপর পিচ হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি, অভিযোগ। রাস্তার এই বেহাল দশা নিয়ে স্বভাবতই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকাবাসী। সরকারি টাকা এ ভাবে কেন নয়ছয় করা হচ্ছে ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকাবাসীর মধ্যে।এ বিষয়ে ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ বলেন, ''পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটি জেলা পরিষদ থেকে হয়েছে। আমরা জেলা পরিষদকে বলব রাস্তাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে যাতে দ্রুত পুনরায় রাস্তাটি ঠিক করে দেওয়া হয় সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে।''

(প্রথম পাতার পর) কামদুনি কাণ্ডের রায় শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন

মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি আমিনুল ও ভোলানাথ ইতিমধ্যেই ১০ বছর জেল খেটে ফেলেছে। দু'জনকেই ১০ হাজার টাকা করে দিতে বলা হয়েছে। অন্যথায়, আরও তিন মাস জেল খেটে তারপর ছাড়া পাবে আমিনুল ও ভোলানাথ।

ঘটনা প্রায় এক দশক আগের। ২০১৩ সালের জুন মাসের ওই ভয়ঙ্কর ঘটনা টলিয়ে দিয়েছিল গোটা রাজ্যকে। প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে। কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে মোট ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। প্রমাণের অভাবে দু'জন আগেই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। মামলা চলাকালীন আরও এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছিল। এরপর ২০১৬ সালে কলকাতার নগর দায়রা আদালত বাকি ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেছিল। তিনজনের ফাঁসির সাজা ও বাকি তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। হাইকোর্টের এদিনের এই রায়ের খুশি নয় গোটা কামদুনি সহ নিহত ছাত্রীর পরিবার।এদিন রায় ঘোষণার পরই হাইকোর্ট চত্বরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন নির্যাতিতার পরিবার সহ কামদুনি আন্দোলনের অন্যতম দুই মুখ টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়াল। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন বলে জানিয়েছেন তারা।

(প্রথম পাতার পর) চূড়ান্ত সময়সীমা কেন্দ্রকে ! ৩১ অক্টোবরের মধ্যে

উদ্ধারে নয়া দাওয়াই দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে ফোন করে বকেয়া চাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শে ধরনা মঞ্চ থেকেই সুকান্ত মজুমদারের মোবাইল নম্বর বিলি করেন তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই রাজ্যপালের সাক্ষাৎ চেয়ে কয়েকবার চিঠি দেওয়া হয় রাজভবনে। কিন্তু রাজ্যপাল কলকাতায় না থাকায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে দার্জিলিং রাজভবনে ডেকে পাঠান রাজ্যপাল। ৭ অক্টোবর তৃণমূলের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল দার্জিলিং এ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং সাংসদ কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এবং ৯ অক্টোবর কলকাতায় ফিরে এসে রাজ্যপাল তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাজভবনে কথা বলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর ধর্না কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়। এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, ''৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কেন্দ্রকে সময় দিলাম, সদর্থক পদক্ষেপ না হলে পয়লা নভেম্বর থেকে ফের আন্দোলনে শুরু হবে।''

(প্রথম পাতার পর) খানপুরের বালিডাঙ্গাতে হয় না দুর্গাপুজো ! ৩০০ বছর ধরে

গ্রামে ডবল ঠাকুর আসতে নেই। আর দুর্গা ঠাকুরও আসতে নেই। একানে ঠাকুর আসবে। ডবল ঠাকুর আসতে নেই। ১২৭৬ সালের অনেক আগেই মায়ের আর্বিভাব। প্রায়ই তিনশো বছর ধরে চলছে পুজো। মা শাঁখা পড়েছিল পীর পুকুরে দুগ্গো শাঁখারির কাছে। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে মায়ের শাঁখা পড়ানোর সময়। দুগ্গো শাঁখারির বাড়ি পাড়াম্বুয়া। সে সব সময় দূর্গা দূর্গা করত বলে লোকে তাকে ডাকত দুগ্গো শাঁখারি বলে। এখান থেকে সে জৌগ্রাম যাবে শাঁখা বিক্রি করতে। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস, খুব রোদ লেগেছে। পীর পুকুরের ওখানে আশুথ তলায় বসেছিল। খানিক ক্ষণ পর দেখে ঘাটে একটা মেয়ে সাবান মাখছে। সেই সময় দুগ্গো শাঁখারি বলে ওঠে দুর্গা দূর্গা। তখন মা বলে কে বাবা তুই আমায় ডাকলি। শাঁখারি বলে,আমি দুগ্গো শাঁখারি। আমি শাঁখা বিক্রি করি। মা বলে,আমায় পরিয়ে দিবি? তখন শাঁখারি বলে কেন দোব না। কি শাঁখা নেবে? মা বলে যেটা ভালো হবে পড়িয়ে দে বাবা। শাঁখা পরার পর শাঁখারি পয়সা চাইলে মা পয়সা দিতে পারে না। মা তখন বলে শাঁখা খুলে নে। দুগ্গো শাঁখারি বলে, আমি তো মেয়ের কাছ থেকে শাঁখা খুলি না। আমি টাকা নেব। তখন মা বলে,ঐ বাড়িতে আমার বাবা আছে, নবকুমার ঘোষাল। খুব রাগী। বাবাকে গিয়ে বলবি, লক্ষ্মীর হাঁড়ির পাশে সিঁদুর কৌটা আছে। সিঁদুর কৌটোর ভিতরে টাকা আছে। ওখান থেকে দিতে বলবি। দুগ্গো শাঁখারির কথা শুনে নবকুমার প্রথমে অবাক হয়ে যায়। তারপর সিঁদুর কৌটো খুলতে গিয়ে দেখে টাকা পড়ছে। তখন নবকুমার ঘোষাল হকচকিয়ে যায়। তারপর দুগ্গো শাঁখারির সঙ্গে নবকুমার ঘোষাল পুকুর পাড়ে আসে কে শাঁখা পড়েছে দেখার জন্য। কিন্তু মা তখন জলে নেমে পড়েছে। তখন দুগ্গো শাঁখারি কাঁদছে আর বলছে মা আমাকে দেখা দে। তখন মা জল থেকে শাঁখা পড়া দুটো হাত তুলে দেখিয়েছে। আর মা তখন নবকুমারকে বলে আমি তোর বাড়িতে যাব। মা তারপর রাতে বাড়ির কোলাঙ্গায় এসে অধিষ্ঠান করছে। তখন শিলামূর্তি। তখন থেকেই চলছে মায়ের পুজো। মন্দিরের সামনে তেঁতুল গাছটায় থাকে কাল ভৈরব। তেঁতুল গাছ দেখে বর্ধমানের মহারাজা তোপ করতো, তেঁতুল গাছ নুয়ে পড়ত, ধর্মের ঢাক ডুব ডুব করে বাজত। সেই সময় অষ্টমীর খ্যান হত। মায়ের কথা জেনে বর্ধমানের মহারাজ তিলক চাঁদ বাহাদুর ২৫০ বিঘা জমি দেন মায়ের নামে। যদিও আজ সব জমি এদিক-ওদিক হয়ে গেছে। এই গ্রামে কখনও দুর্গাপুজো হয়নি। আলাদাভাবে প্রতিমা এনে পুজো করার কথা কেউ ভাবেই না। অতীতে এখানে মোষ, পাঁঠা বলি হতো, এখন তা হয় না। ''কথিত আছে, মা খুব জাগ্রত। তাঁর শাঁখা পড়ার কাহিনী অনেকের মুখেই শোনা যায়। কথিত আছে,পীর পুকুরে দুগ্গা শাঁখারির কাছে শাঁখা পরে মা স্বয়ং এসেছিলেন বালিডাঙার নবকুমার ঘোষালের বাড়িতে।তাই বালিডাঙ্গায় দুর্গোৎসব মা রাঢ়েশ্বরীকে ঘিরেই সম্পন্ন হয়।

হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের মানবিক মুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে এবং খানাকুল থানার পরিচালনায় শনিবার ৭ অক্টোবর খানাকুলের ঘোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলাট এবং কুলগাছি গ্রামে এবং ঠাকুরানিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ঠাকুরানিচক ও টুঙ্গাই ঘাট গ্রামের বন্যা দুর্গত এলাকায় বসবাসকারী কিছু মানুষের মধ্যে সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করা হল।

উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মন্ডল, খানাকুল থানার ওসি রাসেল পারভেজ এবং ঘোষপুর আউট পোস্ট ইনচার্জ সহ খানাকুল থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

(প্রথম পাতার পর) এক নজরে

টাকা নিন'', চ্যালেঞ্জ শুভেন্দু অধিকারীর।

● জাতীয় কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ হলেন অজয় মাকেন।

● ''তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না বিজেপি। তৃণমূলকে নাটক করার সুযোগ করে দেওয়া হবে'', দিল্লিতে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

● রায়না ২ নং ব্লকে রাস্তাশ্রী পথশ্রী প্রকল্পে নির্মীয়মান রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে রাস্তার গুণগত মান দেখে ক্ষুব্ধ পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাজি।

● অমর্ত্য সেনের মৃত্যুর খবর ভুয়ো ! ''বাবা সুস্থ আছেন'', হ্যান্ডেলে টুইট করে জানালেন নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের মেয়ে নন্দনা সেন।

● ''গদ্দার, বেইমান,যারা বাংলার মেহনতি মানুষের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।আর বার বার গিয়ে বলে আসছে বাংলায় টাকা দেওয়া যাবে না'', তৃণমূলের ধর্না মঞ্চ থেকে নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● ''৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কেন্দ্রকে সময় দিলাম, সদর্থক পদক্ষেপ না হলে পয়লা নভেম্বর থেকে ফের আন্দোলনে শুরু হবে'', রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক শেষে বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

● ''পেটে বিদ্যে থাকলেই রুচি সম্পন্ন মানুষ হওয়া যায় না'', মহিলাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ইস্যুতে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে কটাক্ষ করলেন বিজেপি বিধায়িক আগ্নিমিত্রা পাল।

● ''পাঠান,পাঠান,পাঠান,পাঠান আভি জিন্দা হে,টাইগার মারা নেহি'', সিবিআই তল্লাশি শেষে সাংবাদিকদের সামনে চেনা ছন্দে মদন মিত্র।

● ''এই দুর্নীতির যারা মূল মাথা, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হোক'', ফিরহাদ হাকিম এবং মদন মিত্রের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ভাঙরের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।

● গাড়ি চেকিংয়ের সময় এক মহিলার বাইকের চাবি কেড়ে নিয়ে গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগ সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে! চিত্তরঞ্জন থানা এলাকার ঘটনা। চরম উত্তেজনা এলাকায়।

● ''আমাদের কোথাও মিছিল, সমাবেশে পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। মিছিল সমাবেশ করলেই আমাদের নামে কেস দিচ্ছে। আর রাজভবনের সামনে তৃণমূলের সভার জন্য পুলিশ মঞ্চ সাজিয়ে দিচ্ছে।সব মনে রাখা হবে, এক মাঘে শীত যায় না'', রাজভবনের সামনে তৃণমূলের ধর্না ইস্যুতে সুর চড়ালেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

● পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ববি হাকিম ও মদন মিত্রের বাড়িতে সিবিআই হানা। পাশাপাশি কাঁচড়া পাড়া এবং হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতেও সিবিআই হানা।

● ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি একবার পাঁচ মিনিটের অর্ডার দেয়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই বাংলার কোনো বিজেপি নেতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না'', বিজেপিকে নিশানা করে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● ''ওরা কথা বলতে চায় না। ওরা পশ্চিমবাংলার মানুষকে বোকা বানাতে চায়। নাটক করতে চায়'', বিস্ফোরক কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বি নিরঞ্জন জ্যোতি।

● গুড়াপ বাজারে শুক্রবার সন্ধ্যায় এক ব্যক্তির সোনার গহনা ভর্তি ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনায় চুরি যাওয়া সোনার গহনা ভর্তি ব্যাগ সহ তিনজনক গ্রেপ্তার করল গুড়াপ থানার পুলিশ

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com